খাগড়াছড়ি সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগ নাকচ ভারতের

সংগৃহীত ছবি

খাগড়াছড়ির সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনায় ভারতের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভারত দাবি করেছে, অভিযোগগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উল্টো তারা অভিযোগ তুলেছে, পাহাড়ি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে স্থানীয় উগ্রবাদীরা।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে সহিংসতা সৃষ্টির পেছনে ভারতের ইন্ধন থাকার অভিযোগকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছে নয়াদিল্লি। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে জানা যায়, শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জসওয়াল নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বলেন,

“আমরা এ ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করছি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নিজেই আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিজেদের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।”

এর আগে গত সোমবার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ করেছিলেন, খাগড়াছড়ির অস্থিরতার পেছনে ভারত বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধন থাকতে পারে।

ভারতীয় মুখপাত্র পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, পাহাড়ি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে কথিত স্থানীয় উগ্রবাদীরা এবং তাদের ভূমি দখলের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলা সদরে এক স্কুল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা তিনজনকে অজ্ঞাত আসামি করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। পরদিন পুলিশ সন্দেহভাজন শয়ন শীল (১৯)-কে গ্রেপ্তার করে। তবে মেডিকেল প্রতিবেদনে কিশোরীর শরীরে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলায় সহিংসতা ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে।